মুজিবনগরে গাঁজাসহ পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী আটক

১৫০ গ্রাম গাঁজাসহ নুরুজ্জামান ওরফে আগুন (৩২) নামের এক পেশাদার মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

নুরুজ্জামান ওরফে আগুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কেদারগঞ্জ এলাকার নতুন বাজার এলাকার মতিয়ার রহমানের ছেলে।

শনিবার ভোররাতের দিকে মুজিবনগর উপজেলার মুজিবনগর-দর্শনা রাস্তার বাগোয়ান গ্রামের মধ্যে থেকে তাকে গাঁজাসহ গ্রেফতার করা হয়।

মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অতুল জোয়াদ্দার সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় শনিবার সকালের দিকে ১৯১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) এবং ১৯(ক) ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন, নুরুজ্জামান একজন পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে এর আগেও কয়েকটি মাদকের অভিযোগে মামলা রয়েছে। শনিবার বেলা ১১ টার দিকে আটক নুরুজ্জামানকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ৫০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক ২

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে দু’জন মাদক ব্যবসায়ী ৫০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার রাত ৮ টার দিকে পৌর এলাকার লালব্রিজ সংলগ্ন থেকে তাদের

আটক করে। আটকৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

জানাগেছে, কুষ্টিয়া ইবি থানার দুর্গাপুর গ্রামের মহত আলীর ছেলে আলাউদ্দিন (২৭) ও মসলেম উদ্দীনের ছেলে সামিম (২০)। গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার লালব্রিজের নিকট মাদক দ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রয়ের জন্য অবস্থান করছিলো।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার এএসআই মোস্তফা কামাল ও এএসআই রাসেল তালুকদার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ রোধে অভিযান পরিচালনা করেন। লালব্রিজ সংলগ্ন ব্রিজের উপর থেকে দু’জনকে আটক করে। তাদের শরীর তল্লাশি করে ৫০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে। রাতেই আটকৃত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে পুলিশ।

দামুড়হুদায় দুইটি চোরাই গরুসহ আটক ১

দামুড়হুদায় চোরাইকৃত গরু পুড়াপাড়া গ্রাম থেকে গরুর মালিকের সহায়তায় উদ্ধার করেছেন দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। থানায় শাহাবুদ্দিন বাদি হয়ে মামলা দায়ের করেন।

গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে রনির বাড়ির গোয়াল ঘর থেকে একটি গাভী গরু ও পাশের মাঠ থেকে একটি এড়ে গরু উদ্ধার করা হয়।

জানাযায়,দামুড়হুদা উপজেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের শাহাবুদ্দিনের ছেলে সাদ্দাম হোসেনের গত মঙ্গলবার রাতে একটি গাভী গরু চুরি হয়ে যায়। একই উপজেলার দলকালক্ষীপুর গ্রামের আলম মণ্ডলের ছেলে সাজিমের গত ২৩/০১ তারিখে একটি গাভী গরু চুরি হয়ে যায়, মুক্তারপুর গ্রামের জমাত আলীর ছেলে মতিয়ার রহমানের গত ২৩/০২ ইং তারিখে একটি এঁড়ে বাছুর চুরি হয়,কেশবপুর গ্রামের আজাদ আলী খানের ছেলে হোসাইন খানের প্রথম রোজার দিন আকিকার দুইটা বড় খাসি ছাগল রাতের আধারে চুরি হয়। তারা সকলেই দামুড়হুদা মডেল থানায় জিডি করেন।

পরে দামুড়হুদা সদরে পার দামুড়হুদার মৃত নিক্সন মণ্ডলের ছেলে জাহিদুল ইসলামের গত শনিবার রাতে এঁড়ে বাছুর চুরি হয়।এরপর থেকেই গরুর মলিকেরা হন্যে হয়ে বিভিন্ন গ্রামে খুঁজতে থাকে তাদের চুরি হয়ে যাওয়া গরু।একপর্যায়ে হোগলডাঙ্গা গ্রামের সাদ্দাম হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে সদর ইউনিয়নের পুড়া পাড়া গ্রামে রনির বাড়িতে একটি চোরাই গরু আছে। সেই মোতাবেক সাদ্দাম হোসেন পুড়া পাড়া গ্রামের রনির বাড়িতে গিয়ে দেখতে পাই তার চুরি হওয়া গাভী গরুটি।পরে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই শেখ তৈহিদুর রহমান দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলি ও সদস্য জহিদুল ইসলাম,সদস্য সামসুল ইসলাম এর সহযোগিতায় একটি গাভি গরু ও একই গ্রামের মাঠ থেকে একটি এঁড়ে বাছুর উদ্ধার করেন।
পরে উদ্ধারকৃত গরু দুটি থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী সাদ্দাম হোসেন বলেন, গত মঙ্গলবার রাতে আমার একটি গাভী গরু চুরি হয়ে যায়। তার পর থেকেই বিভিন্ন গ্রামে খুঁজতে থাকে। গতকাল সোমবার দুপুরে জানতে পারি পুড়াপাড়া গ্রামে আমার চোরাইকৃত গরুটি আছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে সত্যতা মিলে গেলে রনির গোয়ালঘর থেকে পুলিশের সহযোগিতায় গরুটি উদ্ধার করে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলি বলেন, চোরাই গরু উদ্ধার হওয়ার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌয়ছায় পরে পুলিশকে খরব দিলে দুটি গরু উদ্ধার করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, দুইটি চোরায় গরু উদ্ধার করা হয়েছে। থানার মামলা হয়েছে। একজনকে আটক করা হয়েছে।বাকিদের আটক করার জন্য অভিযান অব্যহত রয়েছে।

দর্শনায় ৫২৪ পিচ ইয়াবা ও ফেনসিডিলসহ নারী মাদক

ব্যাবসায়ী আটক

দর্শনায় চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দর্শনা থানার বিভিন্ন এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫২৪ পিচ ইয়াবা উদ্ধার ও ২ বোতল ফেনসিডিলসহ মাছুরা বেগমকে (৪১) আটক করেছে।

জানাগেছে, গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় স্টাফদের সমন্বয়ে মাদক বিরোধী অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার মোহাম্মদপুর ও আকন্দবাড়িয়া গ্রামে। এ অভিযানে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মোহাম্মদপুর মাদ্রাসা পাড়ায় মৃত আলী হোসেনের ছেলে তরিকুল ইসলাম ওরফে মিলনের বাড়ি মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় মিলনের বসতঘরে তল্লাসী করে একটি কাপড়ের শপিং ব্যাগের মধ্যে হতে ৫২৪ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করলেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপস্থিতি টেরপেয়ে পালিয়ে যায় মাদক ব্যাবসায়ী তরিকুল ইসলাম মিলন।

অপরদিকে দুপুর ১২ টার দিকে একইদল মাদক বিরোধী অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া গ্রামের তামালতলাপাড়ার আবুল কালামের স্ত্রী মাছুরা বেগমের বাড়ি। এসময় মাছুরার বাড়ি তল্লাশি করে তার নিজ বসত ঘরের খাটের নিচ থেকে ব্যাগের ভিতরে থাকা ভারতীয় ২ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার সহ মাদক ব্যাবসায়ী মাছুরাকে আটক করে।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বাদি হয়ে তরিকুল ইসলাম মিলনকে পালাতক আসামী ও মাছুরাকে আটক দেখিয়ে পৃথক দুটি মামলা দায়ের সহ আটক আসামীকে সোপর্দ করেন দর্শনা থানায়।

গতকালই আটক মাদক ব্যাবসায়ী মাছুরাকে মাদক আইনে মামলায় চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

ঝিনাইদহে ৭ অনলাইন জুয়াড়ি আটক

ঝিনাইদহে এজেন্টসহ ৭ অনলাইন জুয়াড়িকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। গত রোববার রাতে সদর উপজেলার বামনাইল বাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো-মাগুরার শালিখা উপজেলার ধনেশ^রগাতি গ্রামের বিমল বিশ্বাসের ছেলে ললিত মোহন বিশ্বাস লিটু (৩১), সদর উপজেলার জিতরভবানীপুর গ্রামের অধির বিশ্বাসের ছেলে অশোক কুমার বিশ্বাস (২৬), আব্দুল গনির ছেলে এস এম শফিউল্লাহ (২০), শিয়াবুর মন্ডলের ছেলে নয়ন হোসেন (২০), বামনাইল গ্রামের সুর্য্যকান্ত’র ছেলে রতন বিশ্বাস (৩৫), হরপ্রশাদ বিশ্বাসের ছেলে বিধান কুমার বিশ্বাস (৪০) ও সুশান্ত রায়’র ছেলে সমীরন রায় (৩০)।

ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশের ওসি শাহীন উদ্দিন জানান, বামলাইন এলাকায় একটি চক্র ‘ওয়ানএক্স বেট’ নামের একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জুয়া খেলে আসছিলো এমন খবরে ডিবি পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল তদন্ত শুরু করে। তদন্তে প্রমাণিত হওয়া রাতে বামনাইল এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেসময় লিটু, অশোক কুমার, রতন বিশ্বাস, বিশ্বাস , নয়ন হোসেন, এস এম শফিউল্লাহ ও সমীরন রায় নামের ৭ জনকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে মোবাইল ও জুূয়াড় নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের তাদের সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

সুদের টাকায় আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ; অবশেষে গাংনী পুলিশের জালে দুই সুদ ব্যবসায়ী

মেহরেপুরে গাংনী উত্তরপাড়ায় গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আলোচিত ও টাকার ব্যাংক খ্যাত দুই সুদ কারবারি আবু হানিফ (৪০) ও আনারুল ইসলামকে (৫৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সুদ ব্যবসায়ী আনারুল

ইসলাম গাংনির উত্তর পাড়ার মৃত ইউনুস আলীর ছেলে ও আবু হানিফ একই পাড়ার ছমিরুদ্দীনের ছেলে। এসময় আরও এক সুদ কারবারী পালিয়ে যায়। পুলিশ তাকে আটকের চেস্টা করছে।
শনিবার সন্ধা সাড়ে ৭ টার দিকে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে অভিধান পরিচালিত হয়। সুদ ব্যবসায়ী আবু হানিফের ছয়তলা
বিশিষ্ট বাড়িতে আধা ঘন্টা যাবত তল্লাশী চালায় পুলিশ। সুদ
কারবারের কাজে ব্যবহৃত ব্লাঙ্ক চেক, সাদা স্ট্যাম্প ও ৫টি মোটর সাইকেল জব্দ করেছে পুলিশ। এসব ব্ল্যাংক চেক ও স্ট্যাম্প জিম্মা রেখে অবৈধভাবে সুদ ব্যবসার মাধ্যমে হাজারো মানুষকে পথে বসিয়েছে এসব সুদ ব্যবসায়ীরা। এমন অভিযোগে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানায় অভিযান পরিচালনাকারি পুলিশের টিম।
এদিকে গাংনীর আলোচিত দুই সুদ ব্যবসায়ীর বাড়িতে পুলিশের
অভিযানের বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে শত শত উৎসব জনতা আবু হানিফের ছয়তলা বাড়ির নিচে ভিড় জমাই এবং এই সুদ ব্যবসায়ীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি করেন। একই সাথে উপস্থিত জনতা গাংনী থানা পুলিশের এই অভিযানকে স্বাগত জানান এবং শুধু গাংনী শহর নয়,বিভিন্ন গ্রামেও সমবায় সমিতির কথিত রেজিস্ট্রেশন নিয়ে যারা দেদারছে সুদ ব্যবসা চালিয় আসছে তাদের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গাংনী থানা পুলিশের অভিযান অব্যাহত রাখতে আহ্বান জানান।
স্থানীয়রা জানান, সুদ কারবারী অবু হানিফ একসময় ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। সে সময় আর্থিক দৈন্যতার মধ্যদিয়ে চলতো আবু হানিফের সংসার। পরে জড়িয়ে পড়ে সুদ কারবারীর সাথে। সুদের টাকায় এখন সে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ বনে গেছেন। তার সুদের খপ্পরে পড়ে কয়েক হাজার পরিবার নিঃস্ব হলেও আবু হানিফ ও আনারুল গড়েছেন টাকার
পাহাড়। সুদ ব্যবসা করে আবু হানিফ নির্মাণ করেছেন গাংনীতে ছয়
তলা বাড়ি। এলাকাবাসী তাকে উত্তরা ব্যাংক নামে চেনে ও জানে। শুধু আনারুল ইসলাম ও আবু হানিফ নয়, গাংনী শহরের অনেক নামিদামি প্রভাবশালী ব্যক্তিও সুদ ব্যবসার সাথে জড়িত বলে জনান স্থানীয়রা।
গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিপদে পড়া মানুষ তাদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে সুদের জালে আটকে যায়। টাকা নেওয়ার সময় ব্লাঙ্ক চেক ও সাদা স্ট্যাম্পে সই করে নেওয়া হয়। টাকা দেওয়ার পর থেকে সুদ ব্যবসায়ীদের জুলুমের শিকার হন অনেকে। চড়া সুদের অর্থ আদায় করতে অনেকের নামে চেক ডিজঅনার মামলা করে ফাঁসিয়েছে গ্রেফতারকৃত সুদ ব্যবসাযীরা। সুদের জালে আটকিয়ে অনেক পরিবার আজ এলাকাছাড়া হয়ে বিভিন্ন শহরে পালিয়ে মানবতার জীবন যাপন করছে। অনেক পরিবার তাদের ঘরবাড়ি বিক্রি করে সুদের টাকা পরিশোধ করে ওরে হায় পাইনি। অবশেষে ভুক্তভোগী পরিবারগুলির নামে মিথ্যা চেক বিজয়ার মামলা করে হয়রানি করছে। সুদ ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়া নিঃস্ব

ভুক্তভোগীদের এমন অভিযোগের ভিত্তিতে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের নামে মামলা দায়ের পুর্বক আদালতে সোপর্দ করা হবে বলেও জানান ওসি।

দর্শনায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে মিনি ট্র্যাক ও দেশীয় অস্ত্রসহ আটক ২

দর্শনা-হিজলগাড়ি সড়কে পুলিশ অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র ও একটি মিনিট্রাক সহ ২ জন ডাকাতকে আটক করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গত রোববার দিবাগত রাত পৌনে দুইটার দিকে সড়কের দোস্ত স্কুলপাড়া বাইতুল সালাম মসজিদ ও মাদ্রাসার সামনে থেকে মালামাল উদ্ধার সহ তাদেরকে গ্রেফতার করে।

তারা হলেন কুষ্টিয়ার ইবি থানাধীন চরবাখৈল এলাকার মৃত সুন্নত আলীর ছেলে তরিকুল ইসলাম (১৯) ও একই থানাধীন কন্দপদিয়া এলাকার সাত্তার আলীব ছেলে ইমরান আলী (১৯)।

দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নের্তৃত্বে এস আই শেখ রকিবুল ইসলাম, সঙ্গীয় ফোর্সসহ এএসআই কাজী বায়েজীদ সঙ্গীয় ফোর্সসহ নিয়মিত টহল ডিউটিসহ মাদক বিরোধী এবং চোরাচালান অভিযান পরিচালনাকালে দর্শনা থানাধীন দোস্ত এলাকায় ৭/৮ জন ব্যক্তি রাস্তার উত্তর পার্শ্বে পিকআপ ট্রাক রেখে রাস্তার উভয় পার্শ্বে রশি দিয়া প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।এ সময় তারা ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দর্শনা থানাধীন দোস্ত স্কুলপাড়ার বাইতুল সালাম মসজিদ ও মাদ্রাসার সামনে অবস্থান করে।পুলিশ দর্শনা হতে হিজলগাড়ীগামী পাকা রাস্তার উপর হতে দেশীয় অস্ত্রসহ তাদেরকে গ্রেফতার করে।তাদের কাছ থেকে ১ টি লোহার তৈরি গাছি দা,২ টি হাসুয়া ১ টি লোহার তৈরি কাস্তে,১ টি সুতার পাকানো দড়ি ও ১ সেট চাবিসহ তাদেরকে আটক করে।বাকী আসামীরা পালিয়ে যায়।দর্শনা থানা পুলিশ মিনি ট্র্যাকসহ যার রেজিঃ নং ঢাকা-ন ১৩-৮৬০৪ সহ তরিকুল ইসলাম ওইমরান আলীকে গ্রেফতার করে।এ ঘটনায় দর্শনা থানায় পলাতক

আসামীসহ অজ্ঞাতনামা আসামীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ২২ লাখ টাকাসহ ২ সুদ কারবারি আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে অভিযান চালিয়ে দুই সুদের কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। রোববার (২৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার বড়তালিয়ান গ্রাম থেকে রেজাউল ও শরিফুল নামের দুইজনকে আটক করা হয়।

কালিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রহিম মোল্লা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে ওসি জানান, মানুষের অভাব-অনটনকে পুঁজি করে বড়তালিয়ান গ্রামের ওই দুই ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে চড়া সুদে ঋণ দিয়ে আসছিলেন। টাকা দেওয়ার সময় ব্ল্যাঙ্ক চেক ও স্টাম্প স্বাক্ষর করিয়ে নিতেন তারা। পরে তাদের মামলার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে আসছিলেন তারা। বিষয়টি জানতে পেরে কালীগঞ্জ থানা পুলিশ স্থানীয়দের সহযোগিতা নিয়ে তাদের আটক করে। এসময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় নগদ ২২ লাখ ৫০ হাজার টাকা, ৪ টি স্ট্যাম্প ও ১৫০ পাতা তালিকা খাতা।

আজ বিকেলে পুলিশের পক্ষ থেকে দ্রুত বিচার আইনে মামলা করে তাদের আদালতে পাঠানো হবে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ দুই মাদক

কারবারি আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলা বুড়িপোতা সড়কে অভিযান চালিয়ে ১৩ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

গতকাল শনিবার মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাসেমের নেতৃত্বে একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

আটকরা হলেন- মেহেরপুর শহরের ভূমি অফিসপাড়া এলাকার কুবাদ শেখের ছেলে সাহারুল ইসলাম ওরফে মাইকেল (২৮) ও একই এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে মো. রনি (৩০)।

জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার ভোরের দিকে মেহেরপুর-বুড়িপোতা সড়কের কানাপুকুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই দুই মাদক কারবারিকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে জব্দ করা হয় ১৩ গ্রাম (৯৯ পুরিয়া) হেরোইন।

পরিদর্শক আবুল হাসেম বলেন, আটক ওই দু’জনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি দায়ের করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পৃথক অভিযানে মাদকসহ আটক-৪

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পৃথক,পৃথক অভিযান পরিচালনা করে মাদক উদ্ধার সহ ৪ মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করা হয়। আটককৃত মাদক ব্যাবসায়ীদের ভ্রাম্যমান আদালতে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গতকাল বুধবার সকাল হতে চুয়াডাঙ্গা

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শামীম ভুইয়া ও জেলা বিজ্ঞ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটে ও সহকারি কমিশনার মোঃ সাদাত হোসেন এর নেতৃত্বে পৃথক,পৃথক স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ অভিযানে দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভুইয়ার নের্তৃত্বে চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন সাতগাড়ি নিজ দলীয় খেজুর বাগানে অভিযান চালিয়ে ২০ লিটার তাড়ি উদ্ধার সহ গ্রেপ্তার করা হয় সাতগাড়ি গ্রামের পুরাতন পাড়ার মৃত ভোলা বিশ্বাসের ছেলে রওশন আলী বিশ্বাসকে (৫৫)।

এসময় ঘটনাস্থলেই ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে তাড়ি সহ আটক ব্যাক্তিকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

এরপর দুপুর দেড়টার দিকে একই অভিযানিক দল সাতগাড়ি নিজ দলীয় খেজুর বাগান হতে ৩০ লিটার তাড়ি সহ সাতগাড়ি গ্রামের পুরাতন পাড়ার আকছেদ আলী মন্ডলের ছেলে মো:জিনারুল মন্ডলকে (৪০) আটক করা হয়। আটককৃতর বিরুদ্ধে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ২০০ টাকা অর্থদন্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।
এ দুটি ভ্রাম্যান আদালত পরিচালনা ও রায় প্রদান করেন আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শামীম ভুইয়া। একইদিন বিকাল ৩ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটে ও সহকারি কমিশনার মোঃ সাদাত হোসেন এর নেতৃত্বে জেলার দামুড়হুদা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান করে দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গার ভূমিহীন পাড়ার মৃত লিয়াকত আলীর ছেলে আসমান আলীর নিজ বসতঘর হইতে ৪১০ গ্রাম গাঁজা সহ গ্রেপ্তার করা হয় আসমান আলীকে (৪০)। ঘটনা স্থলে আটককৃত আসামীকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১০০ টাকা অর্থদন্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও রায় প্রদান করেন আদালতের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার মোঃ সাদাত হোসেন। সর্বশেষ বিকাল ৫ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভাগীয় স্টাফদের সমন্বয়ে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পীরপুরকুল্লা গ্রামের মাঠপাড়ায়।

এসময় মাঠপাড়ার হারুন-অর-রশিদের ছেলে সজীব মোল্লার বাড়ির বসত ঘরে অভিযান পরিচালনা করে ৩ বোতল আমদানী নিষিদ্ধ ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেন। এসময় মাদক উদ্ধার সহ আটক করা হয় মাদক ব্যাবসায়ী সজীব মোল্লাকে (২২)।

পরে আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দামুড়হুদা থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।